সংবাদ

তারিখ 18 FEB 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভুল উত্তরেও নম্বর এ প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে

ভুল উত্তর লিখলেও পরীক্ষায় বেশি নম্বর দিয়ে পাস করানো হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় বিষয়টি ধরা পড়েছে। এ নিয়ে একটি জাতীয় দৈনিক বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, 'অনেক প্রশ্নের উত্তরই তাহা ভুল লিখেছে পরীক্ষার্থীরা।' তাদের ফেল করার কথা। কিন্তু প্রধান পরীক্ষকের নির্দেশে কাউকে ফেল করানো হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পরীক্ষার খাতা দেয়ার সময় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষকদের মৌখিকভাবে বেশ কিছু নির্দেশনা দেয়। পরীক্ষকদের সহানুভূতির সঙ্গে খাতা দেখতে বলা হয়। ফেল করানো হলে শিক্ষার্থীদের মনোবল ভেঙে যাবে। অনেকে পড়ালেখাও বাদ দেবে। পরীক্ষকদের এ বিষয়টি মাথায় রাখতে বলা হয়।

শিক্ষা বোর্ডগুলো পরীক্ষকদের কাছে খাতা বুঝিয়ে দেয়ার পর প্রধান পরীক্ষকরা তাদের আরেক দফা চাপ দেন। তারা পরীক্ষকদের উদারভাবে খাতা মূল্যায়নের জন্য চাপ দিতে থাকেন। শিক্ষার্থীরা ফেল করলে পরীক্ষকদের শাস্তি পেতে হবে বলেও হুমকি দেন। ফেল করালে পরের বছর আর পরীক্ষক করা হবে না বলে জানিয়ে দেয়া হয়।

কোনো শিক্ষার্থী ২৯ নম্বর পেলে তাকে পাস করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। ৬০ পেলে তাকে ৭০ বানিয়ে এ গ্রেড, ৫০ পেলে ৬০ বানিয়ে এ মাইনাস, ৪০ পেলে ৫০ বানিয়ে বি গ্রেড এবং ৩০ পেলে ৪০ বানিয়ে সি গ্রেড করা হয়। আর ৬৫ থেকে ৭০ নম্বর পেলে চেষ্টা থাকে তাকে জিপিএ ৫ অর্থাৎ ৮০ নম্বর দেয়ার।

পাসের হার বাড়লেও শিক্ষার মান তলানিতে ঠেকেছে। আগের তুলনায় গড় শিক্ষার মান বাড়েনি। মুক্তহস্তে খাতা মূল্যায়নে পাসের হারের সঙ্গে বেড়েছে জিপিএ। এসএসসি, এইচএসসিতে জিপিএ ৫ পেয়েও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করছে অনেক শিক্ষার্থী। এমনকি ভর্তি পরীক্ষার সব প্রশ্ন পাঠ্যবই থেকে আসার পরও শিক্ষার্থীরা উত্তর দিতে পারছে না। এটাকে যদি উদারনীতি বলা হয়, তবে তাই চলছে। উদারভাবে খাতা মূল্যায়নের কথা পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই আসে। এটা যেমন আত্মবিধ্বংসী তেমনি আত্মপ্রতারণাও। এই ভুল নীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় বর্তমানে ২ থেকে ১১ শতাংশ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হচ্ছে। এ থেকেই শিক্ষার্থীদের মেধা আঁচ করা যায়।

এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষায় একটা প্রজন্ম খুব দুর্বল থেকে যাবে। এ প্রজন্ম থেকে দেশ ও জাতি কিছুই পাবে না। যত বেশি পাস করাবে তত বেশি মান বাড়বে এটা সরকারের ভুল চিন্তা। যোগ্যতা না থাকলে নম্বর দেয়া গর্হিত কাজ। পরীক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত মেধার মূল্যায়ন– পাসের হার বাড়ানো নয়। ছাত্রছাত্রীরা যখন জানতে পারবে যে, ভুল লিখলে বেশি নম্বর পাওয়া যায়। তাহলে তারা পড়াশোনায় নিরুৎসাহিত হবে এবং ভুল উত্তর দিতে উৎসাহী হবে। এতে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ধস নেমে আসবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসা জরুরি। না হলে এর জন্য আগামীতে গোটা জাতিকে খেসারত দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের মেধার মান বাড়াতে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।